



374033 - লাভ নরিধারণ না করে অনলাইন মার্কটে বনিয়োগ করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি জার্মানিতে থাকি। একটি ইলেক্ট্রনিক মার্কটেটি ও বচোকনোর ওয়েবসাইটে আমি যে কোন ব্যক্তির বনিয়োগ করার ফচার পয়েছি। তা এভাবে একটি টাকার অংক পাঠানো এবং এর বপিরীতে লাভ পাওয়া। উল্লেখ্য, এখানে লাভের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট কোন অংকে নরিধারতি নয়। আমি সেই ওয়েবসাইটে পড়ছি যে, প্রাপ্য পার্সেন্টেজ ১০% থেকে ৫০% পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণতঃ আমি যদি ওয়েবসাইটে একাউন্টে ১০০ ডলার পাঠাই, পরের দিন ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষ আমাকে করয়কৃত ও বকিরকৃত পোশাকাদি ও স্পোর্টস সামগ্রীর তালিকা বকিরমূল্য ও লাভের পরিমাণ উল্লেখসহ পাঠাবে এবং এগুলোতে আমার লাভের অংশ হিসাব করে আমার একাউন্টে যোগ করবে। এই প্রক্রিয়া প্রাত্যহিক ঘটবে। আমি পর্যবক্ষণ করছি যে, আমার বন্ধুদের লাভ ১০% এর কাছাকাছি; তবে স্থতিশীল নয়। বরং বচোকবকিরির অনুপাতে। প্রাপ্য এই পার্সেন্টেজ কি মুনাফা হিসেবে গণ্য হবে; নাকি সুদ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন কোম্পানি বা ব্যাংকে বনিয়োগ বধৈ হওয়ার জন্য নমিনোকৃত শর্ত প্রযোজ্য:

১। বনিয়োগের খাতরে ব্যাপারে অবগত হওয়া যে, এটি বধৈ খাত। কেননা এমন কোন কোম্পানিতে বনিয়োগ করা জায়ে নেই যে কোম্পানির তৎপরতা অজ্ঞাত। হতে পারে কোম্পানি সুদ খাতে বনিয়োগ করে, স্টক এক্সচেঞ্জে বা অন্য কোথাও হারাম লেনদেন করে, জুরার আসরে, বা মদরে বার বনিয়োগ করে কথি বা হারাম পণ্যের ব্যবসায় খাটায়।

২। মূলধনের গ্যারান্টি না দয়া। অর্থাৎ ব্যবসায় লোকসান হলে কোম্পানি মূলধন ফেরত দয়ার দায় না নয়া; যদি না এক্ষেত্রে কোম্পানির কোন কসুর বা অবহেলা না ঘটবে এবং কোম্পানি এই লোকসানের কারণ না হয়।

কেননা যদি মূলধনের গ্যারান্টি দয়া হয়; তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটি ঋণ। আর এর থেকে অতিরিক্ত যে মুনাফা আসে সেটি সুদ।

৩। লাভ নরিধারতি ও উভয়পক্ষে ঐক্যমতপূর্ণ হওয়া। কিন্তু, সেই নরিধারণ লাভের সর্বাংশব্যাপী আনুপাতিক হতে হবে। মূলধনের থেকে নয়। উদাহরণস্বরূপ বনিয়োগকারী পাবে এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক বা লাভের ২০%; মূলধনের নয়।

লাভের অনুপাত অজ্ঞাত হওয়া সঠিক নয়। এমন অজ্ঞাতা শরয়িতরে দৃষ্টিতে লেনদেনকে বাতলিকারী।



ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: মুদারাবা চুক্তি সঠিকি হওয়ার শর্ত হল: “শ্রমদাতার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করা। কেননা শর্ত করার ভিত্তিতে সেরা হককার হয়। তাই শর্ত করা না হলে তার অংশ নির্ধারণ হয় না।”

এরপর তিনি বলেন: “যদি কটে বলে: মুদারাবা হিসেবে তুমি এটি গ্রহণ কর। লাভের একটি অংশ তুমি পাবে, কথিবা লাভ অংশীদারত্বমূলক কথিবা কিছু লাভ পাবে কথিবা অংশ বিশেষে পাবে বা ভাগ পাবে; তাহলে সহি হবো না। কেননা তা অজ্ঞাত। আর মুদারাবা জ্ঞাত পরমাণরে ভিত্তিতে সহি হয় না...।

অংশীদারদ্বয়ের প্রত্যেকে প্রাপ্য লাভ জানার আবশ্যকতার ক্ষেত্রে কটোম্পানরি হুকুম মুদারাবার হুকুমে ন্যায়।”[আল-মুগনী (৫/২৪-২৭)]

“আপনি বলছেন: আপনি সেই কটোম্পানরি ওয়েবসাইটে পড়ছেন যে, প্রাপ্য পার্সেন্টেজ ১০% থেকে ৫০% এর মধ্যে হতে পারে: যদি এর দ্বারা লাভের পার্সেন্টেজ উদ্দেশ্য হয় তাহলে অংশ নির্ধারণের জন্য এটি যথেষ্ট নয়। কেননা এরপরও স্টো অজানা রয়ে গেছে। তাই এই ওয়েবসাইটের সাথে লেনদেনে অংশীদার হওয়া হারাম হবে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় মূলধনের অনুপাত; তাহলে এটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি সুস্পষ্ট। কেননা তখন স্টো সুদীক্ষণের ক্ষেত্রে ছলচাতুরি। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন অংশীদারত্ব নয়।”

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।